ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুর পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে তিনটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত তিনটি গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান, ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধসহ সুশাসনের সকল সূচকে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। করোনা মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু জুন ২০২১ পরবর্তী সময়েও দেশের বিভিন্ন প্রবেশ পথ/বন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিরোধ, প্রণোদনা প্রদান, টিকা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা গেছে। উল্লিখিত কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সাধারণ জনগণ বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। এমতাবস্থায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ, বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার, আলোকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে টিআইবি চতুর্থ দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে করোনাভাইরাস অতিমারী সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সুশাসন বিশেষ করে স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তির আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা। এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসন বিশেষ করে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও ফলাফল উদঘাটন করা, কোভিড-১৯ সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উদঘাটন করা এবং গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা। পূর্বের গবেষণাসমূহের ধারাবাহিকতায় করোনা এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, কৌশল, উদ্যোগ, অগ্রগতি, সক্ষমতা, কোভিড-১৯ টিকা পরিকল্পনা ও কৌশল, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, টিকা ক্রয়/ সংগ্রহ, টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহন, টিকা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নিবন্ধন ও টিকা প্রদান, কোভিড-১৯ মোকাবিলা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন, এবং করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয় এই গবেষণার আওতায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের উৎস থেকে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ (নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, টিকা গ্রহণ) ও কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তি বিষয়ক জরিপ করা হয়েছে। এছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

এই গবেষণায় ব্যবহৃত সকল তথ্য আগস্ট ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জুন থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালকে এই গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

এই গবেষণায় করোনা মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবি'র দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক ছয়টি সুশাসন নির্দেশক যথা দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ইত্যাদির আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও টিকা কার্যক্রম এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ প্রণোদনায় প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলোও এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম, এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। করোনা সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান এবং সেবা সম্প্রসারণ করা হয়নি। যা বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কোভিড-১৯ টিকাসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রণোদনা কার্যক্রমে সকলের জন্য সমপ্রবেশগম্যতা ও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য বিরাজ করছে। যা সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করছে ও অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করছে। প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকায় করোনাভাইরাসের প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি। বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না যা সুশাসনের সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে থাকার অন্যতম একটি কারণ।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ১০টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ হল-

১. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারি ও প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি জেলায় আইসিইউ শয্যা, আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন শেষ করতে হবে

২. সরকারি পরীক্ষাগারে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার ফি হ্রাস করতে হবে

৩. বেসরকারি পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে টিকার আওতার বাইরে রয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে এবং টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে

৪. মাঠ পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাঠকর্মীদের ব্যবহার করে প্রত্যন্ত এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে নিবন্ধন ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

৫. প্রথম ডোজ পাওয়া বিশেষত নিবন্ধন ব্যতীত টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ নিশ্চিত করতে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা নিতে হবে

৬. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা সমিতির সহায়তায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে প্রণোদনা ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করতে হবে

৭. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, বিভিন্ন শর্ত শিথিল করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে

৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশি ঋণ বিতরণ করতে হবে

৯. টিকা প্রাপ্তির উৎস, ক্রয়মূল্য, বিতরণ ব্যয়, মজুদ ও বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে

১০. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও টিকা সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত করোনা সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

*****